টীকাতেও "ব্রহ্মকৃতসৃষ্টিমাত্রকথনসাম্যেনৈকীকৃত্যোক্তিরিয়মিতি।" অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কৃত সৃষ্টিমাত্র বর্ণনের সাম্য আছে বলিয়া দুইকে এক করিয়া বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পেও সনকাদি ঋষিগণের সৃষ্টির কথা বর্ণিত হইয়াছেন, আবার পাদ্মকল্পসৃষ্টিপ্রসঙ্গেও তাঁহাদেরই সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ শ্রীধরস্বামীপাদই ৩।১২।৪ শ্লোকের টীকায় "যদ্যপি প্রতিকল্পং সনকাদিসৃষ্টির্ণাস্তি তথাপি ব্রাহ্মসর্গত্বাদিহোচ্যতে"। যদ্যপি প্রতিকল্পে সনকাদির সৃষ্টি নাই, তথাপি ব্রাহ্মসর্গ বলিয়া সনকাদি-সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। এস্থানে শ্রীবরাহ অবতারের মতই বুঝিতে হইবে। শ্রীবরাহ অবতার প্রসঙ্গে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আদিভাগে পৃথিবী রসাতলগতা হইলে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে শ্রীবরাহদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন—এইরূপ তৃতীয়স্কন্ধে বর্ণিত আছেন। অথচ হিরণ্যাক্ষ ষষ্ঠ চাক্ষুস মন্বন্তরের অবসানে প্রচেতানন্দন দক্ষকন্যা দিতি হইতে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব, প্রথম মন্বন্তরে পৃথিবী উদ্ধার, আর ষষ্ঠ মন্বন্তরে হিরণ্যাক্ষ-বধ, এই দুই লীলার কালগত পার্থক্য থাকিলেও এককাল-উচিত লীলার মত করিয়া যে বর্ণনটি করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে—পৃথিবী উদ্ধার এবং হিরণ্যাক্ষবধ—এই দুই লীলাই এক শ্রীবরাহদেবের। এই একত্ব দৃষ্টিতেই দুই লীলার কালগত পার্থক্য থাকিলেও এককালীয়রূপেই বর্ণন করা হইয়াছে। এস্থানেও তেমনি কোনও প্রাপ্ত-সাধুসঙ্গ সৌভাগ্যবান্ জীব গর্ভে শ্রীভগবান্‌কে স্তব করে, অন্য বহির্মুখ জীব সংসারদশা প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি দুই জীবের উন্মুখতা ও বহির্মুখতা এই ভাবগত পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু চিৎস্বরূপগত পার্থক্য নাই বলিয়া দুই জীবকেই ঐক্যরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপ বর্ণন করিয়া বহির্মুখ জীবের হৃদয়ে ভগবদ্ভজন করিবার প্রবৃত্তি জাগানই মুখ্য উদ্দেশ্য। এস্থানে পূর্ব্বের মত পরমগতি লাভে ভক্তির পরম্পরারূপেও কারণত্ব দেখা যায়। অর্থাৎ সাক্ষাৎরূপে পরম-গতি লাভে ভক্তিই যে মুখ্যকারণ, তাহা তো দেখানই হইয়াছে; পরম্পরা-রূপেও যে ভক্তিই পরমগতি প্রাপ্তিবিষয়ে কারণ হইয়া থাকে, শাস্ত্রে তাহাও দেখা যায়। যেমন, বৃহন্নারদীয়ে ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছেন—"যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈঃ। ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্॥" ত্যাগী বিষ্ণুভক্তগণের মধ্যে পরিচর্য্যাপরায়ণ বৈষ্ণবগণ যাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহারা মহাপাপী হইলেও পরাগতি লাভ করিয়া থাকে। এইপ্রকার বিষ্ণুধর্ম্মেও দেখা যায়—"কুলানাং শতমাগামি